ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# জেন্ডার সচেতন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ

**কাগজ প্রতিবেদক :** জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালার বক্তারা সকলকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে সকলকে জেন্ডার সমতা স্থাপনের যুগে প্রবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে জেন্ডার সচেতন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে বক্তারা অভিমত দেন।

গতকাল সোমবার নগরীর আইডিবি ভবনে অনুষ্ঠিত 'জেন্ডার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা উপরোক্ত কথা বলেন। স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর সমন্বয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করেছে জেন্ডার ট্রেইনার্স কোর গ্রুপ (টিসিজি)।

দুই পর্বে আয়োজিত এই কর্মশালায় প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ড. খলিকুজ্জামান আহমদ। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে সহায়তা করেন যথাক্রমে ইউনিসেফ বাংলাদেশের পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক প্রধান গুলশান আরা রহমান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ।

কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক এ এফ এম আলমগীর খান, ব্র্যাক-এর উর্ধ্বতন উপকরণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ রাশিদা পারভীন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন সহকারী প্রধান শামীমা আহমেদ প্রমুখ।

বক্তারা কর্মশালায় জেন্ডার সমতা স্থাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার সকল পর্যায়ে অসমতা দূর করা, শিক্ষাকে সার্বজনীন করা এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা দূর করা।